

প্রতি,
ভারপ্রাপ্ত থানা আধিকারিক
মাটিগাড়া থানা
জেলা= জলপাইগুড়ি।

তারিখ-২০/০৯/২০২৫

বিষয় :- শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন ও প্রাণে মারার চেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের।

অনিমা বর্মন, (স্বামী - কৈলাস সিংহ), পিতা- মৃত হীরেন বর্মন, বর্তমান সাকিন
- সাকিনরাজোত, মাঝিয়ালী অঞ্চল, পোঃ- + থানা - রাজগঞ্জ, জেলা- জলপাইগুড়ি

.....অভিযোগকারী / বাদী।

- (১) কৈলাস সিংহ, [স্বামী]। পিতা - শ্রী নিরোদ সিংহ; (২) শ্রীমতি কমলা সিংহ
(২) [শ্বশুর] পিতা- শ্রী নিরোদ সিংহ, (৩) মমতা সিংহ, [বিবাহিত ননদ, স্বামীর
নাম অজ্ঞাত] পিতা - শ্রী নিরোদ সিংহ; সকলের সাকিন - মোটাজোত, পোঃ-
+ থানা - মাটিগাড়া, জেলা- দার্জিলিং; (৪) ছবি বর্মন, স্বামী - শ্রীগোপাল
বর্মন, [বিবাহিত ননদ], সাকিন - শালবাড়ি, পোঃ-শুকনা, থানা - প্রধাননগর
জেলা -- দার্জিলিং।

..... বিবাদী / আসামী।

Received on
20-09-25 at 13:35
hrs vide GDE No
829 and started
Matigara PS Case
No-617/25 Dated
20.09.25 u/s-
85/117(2) of BNS
R/w Section 3/4
of D.P. Act, LABI
Sarda Sakri will
investigate the
Case.

Inspector-in-Charge
Matigara Police Station
Siliguri Police Commissionerate

মহাশয়,

আমি অভিযোগকারী আপনার থানায় আজকে হাজির হয়ে এইমর্মে অভিযোগ দায়ের
করছি যে ---

আমার সাথে আমার স্বামী ১নং বিবাদের পাঁচমাস পূর্বে সামাজিকভাবে বিবাহ হয়। আমার
স্বামী C.W.C-র মাটিগাড়া অফিসে ক্যাজুয়াল স্ট্যাফ হিসাবে কাজ করেন, এবং বাড়ির
পাশে বিবাদীদের একটি ভাতের হোটেলও আছে, এছাড়া, তাদের একটি দোকান ভাড়া
দেয়া আছে অন্য ব্যক্তির কাছে। আমার বাবা নেই। বিবাদীদের দাবী মতো, আমার পিতার
বাড়ি (আমার মা-দাদা) থেকে নগদ ২,২০,০০০/- (দুইলাখ কুড়ি হাজার টাকা), বস্ত্রখাট
, ড্রেসিংটেবিল, আলনা, সোফাসেট, ফ্রিজ, গোল্ডেনজ, টি-টেবিল, দেড়-ভরি সোনার
গহনা, অন্যান্য বাসনপত্র সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেন। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য যে -
বিবাহের পরদিন থেকেই বিবাদীরা দানের জিনিসপত্র ভাল হয় নি / পরাপ্ত হয় নি এই
অভিযোগ তুলে আমার উপরে শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। আমার ননদেরাই
আমার সংসারে খুঁত ধরার ও অশান্তি লাগানোর মূল হোতা। আমার ননদ (৩) বিবাদী,
বিবাহিত হয়েও তার জ্বর স্বভাবের জন্য শ্বশুরবাড়িতে না থেকে তার বাপের বাড়ি অর্থাৎ
আমার শ্বশুরের বাড়িতে থাকেন স্বামী সন্তান সহ। এবং প্রতি নিয়ত আমার পেছনে লেগে
থাকেন, আমার স্বামী কাজ থেকে বাড়িতে ফিরলেই আমার নামে কিছু না কিছু মিথ্যে
অভিযোগ করে, আমার স্বামীকে উক্কে দিয়ে আমাকে মারধর করাতেন, এরমধ্যে আমার
(২) নং বিবাদী আমার শ্বশুরেরও প্রত্যক্ষ মদত ও প্ররোচনা সবসময় থাকে, তিনি তার
দুই মেয়ের কথামত আমার উপরে শারিরিক ও মানসিক অত্যাচার করেন, আমাকে দিয়ে
সবার কাজ করানো হ'তো, ঠিকমত খেতে দেয়া হ'ত না। পাড়াপ্রতিবেশীদের সাথে যাতে
আমার কথা জানাতে না পারি, তারজন্য গ্রীলের গেটে তালা মেরে রাখা হ'ত। আমি
সংসার করবার জন্য এতদিন মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। গত ইং- ১২/০৭/২০২৫ তারিখে
আমি শ্বশুরবাড়িতে ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ৩নং বিবাদী পেছন থেকে আচমকা

অপরপৃষ্ঠায় দেখুন-

দেওয়ায় পড়ে গিয়ে আমার বাম পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে , এবং বিবাদীরা আমাকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে টালবাহানা করতে থাকে , অবশেষে প্রচণ্ড ব্যথায় যখন কান্নাকাটি শুরু করি তখন সাতদিন পর তারা আমাকে উ: ব: মেডিকেল কলেজে দেখানোর পর জানা যায় যে , আমার পায়ে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে । আমি তখন শারিরিক বিশ্রামের জন্য পিতার বাড়িতে আসতে চাইলেও বিবাদীরা আমাকে আসতে দেন নাই, কারণ তাদের মনে ভয় ছিল যে, পিতার বাড়িতে আসলেই আমি তাদের নামে থানায় অভিযোগ করব । এরপরে বিবাদীরা আমার পায়ের চিকিৎসার জন্য যথাযোগ্য ডাক্তার না দেখানোয় , এখনো আমার পা-ফ্র্যাকচার ঠিক হয় নাই । এরই মধ্যে গত ইং- ২৯/০৭/২০২৫ তারিখে আমি জানতে পারি যে আমি গর্ভবতী হয়েছি । সেকথা আমার স্বামী সহ বাড়ির সদস্যদের জানালে তারা খুশি হ'ওয়ার পরিবর্তে গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করে দিতে বলে । আমি এতে অরাজী হ'ওয়ায় , বিবাদীরা আমার উপরে ভীষন ক্ষিপ্ত হয় এবং আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় । আমাকে শিশুরবাড়িতে কোনো ফোন রাখতে না দেওয়ায় , আমি কোনো সংবাদ আমার পিতার বাড়িতে বা আশেপাশের প্রতিবেশীদের দিতে পারি নাই । অবশ্য ,বিবাদীরা প্রতিনিয়ত হুমকিতে বলতেন যে- আমাকে অত্যাচারের বা আমাকে মেরে ফেললেও আশেপাশের লোকেরা তাদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কেউ সাক্ষী দেবে না , ফলে তারা সহজেই জামিন পেয়ে যাবে । এমনকি মাটিগাড়া থানাতেও তাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের মাধ্যমে পরিচিতি থাকায় থানাও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেবে না , ইত্যাদি । এবং আমাকে মারধর করে , তাদের কথামত আমার মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে নিয়ে , তা তারা অসৎ উদ্দেশ্যে ভিডিও রেকর্ডিং করে রাখে । আমার মা-এর বাড়ি থেকে পুনরায় ৫০০০০/=টাকা চাওয়ার জন্য বিবাদীরা গত ইং - ১৬/০৯/২০২৫ তারিখে সকাল ৯ঘটিকা নাগাদ তাদের ফোন দিয়ে ফোন করতে বলে , আমি অসম্মত হওয়ায় , বিবাদীরা আমার উপরে ফ্লেপে যায় , এবং আমার কপালে চরম দুঃখ ও বিপর্যয় হবে বলে হুমকি দেয় । এরপর ঐ দিন দুপুর ২.৩০-ঘটিকা নাগাদ আমার শাশুড়ি ২নং বিবাদী এবং ননদ ৩নং বিবাদী আমার চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করে । ফোন করে আমার স্বামীকে বাড়িতে ডেকে পাঠায় তারা , ১নং বিবাদী সন্ধ্যা আনুঃ ৬.৩০ ঘটিকা নাগাদ বাড়িতে এসে বাকী বিবাদীদের কথা শুনেই আমার উপরে চড়াও হয় , এবং সকলে মিলে আবার মারধর শুরু করে , আমার গলা টিপে ধরে , আমাকে কিভাবে প্রাণে মেরে ফেলা যায় , তা আলোচনা করা শুরু করে । আমার মাথায় , দুইকানে সজোরে ঘুসি মারে ১নং বিবাদী , আমার বুকে একটি লাঠি দিয়ে ৩নং বিবাদী সজোরে গুঁতো মারে । উল্লেখ থাকে যে - আমার দাদা সুরেশ বর্মন ও জামাইবাবু নবজিৎ দাস ও মা সুশীলা বর্মন শিলিগুড়িতে পুজোর বাজার করে তা আমার শশুড়বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য ঐ তারিখেই সন্ধ্যা আনুঃ ৬.৪৫ ঘটিকা নাগাদ আমার শশুড়বাড়িতে পৌঁছলে , বিবাদীদের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা পায় । আমি আমার মা-দাদার সাথে আমার পিতার বাড়িতে চলে আসি । চিকিৎসার কাগজ যুক্ত করলাম ।

অতএব মহাশয় সমীপে অনুরোধ , তদন্তপূর্বক বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধিত করবেন ।

নিবেদক

লক্ষণ ও পাঠক
 Bishwajit Sarkar
 বিনয়িত সর্কার, পিতা - নারায়ন সর্কার সাকিন - পাথরখাটি,
 পি: মহানভিটা, থানা- রাজশাহী, জলপাইগুড়ি ।
 ফোন নং- ৮৯১৮৩-৩৭১০৫ , বয়ান প্রোভারেক হবহ নিয়ম
 পাঠ করে মোনালিমা ।